দৈনিক খবর

036

তারিখ 21 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

প্রসঙ্গ ঃ পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

২রা আগস্টের দৈনিক খবরে প্রকাশিত 'প্রসঙ্গঃ পরীক্ষায় নকল প্রবণতা' শীর্ষক পত্রে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা প্রসঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সংযোগ ঘটেছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরীক্ষাসমূহে ছাত্র-ছাত্রীর নকল প্রবণতা একটা জাতীয় সমস্যা। কারণ, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই এ বদ অভ্যাসের আওতায়। একটা দেশের কোন সমস্যার একাধিক কারণ থাকা স্বাভাবিক। সেই সমস্ত প্রধান-অপ্রধান কারণগুলো সরাসরি বা পরোক্ষভাবে চিহ্নিত হওয়া স্বাভাবিক কিছু নয়। বর্তমান নকল প্রবণতা নামের সমস্যার পর্যালোচনায় বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার, শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি মুখ্য।

এ নকল প্রবণতা কোন কৃষকের বা ব্যবসায়ীর দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা নয়। এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর ক্রিয়াকলাপের একটা অংশ। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ছাত্র জীবনে প্রয়োজনীয় পড়ালেখা, খেলাধুলা ও রাজনীতি চর্চা করে থাকে। তাদের এ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও সতর্কের বিষয় হচ্ছে পরীক্ষা, তথা পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ। অনেক ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতির নামে ছাত্র জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটিয়ে পুরো জীবনকে করে জটিল আর ভয়াবহ, সেই সংগে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকেও এ রাজনীতি চর্চার পথে আসার জন্য প্রলোভন দেখিয়ে গোটা শিক্ষা পরিবেশকে করে এলোমেলো। ঘোষিত পরীক্ষার সময় দিশেহারা হয়ে পরীক্ষায় পাসের আশায় অসৎ উপায় অবলম্বন করার সুযোগ নেয়। আর এ সুযোগ ঠেকাতে পরীক্ষা পর্যবেক্ষকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। বিশ্বের রাজনীতিবিহীন দেশে যেন সমস্যার সৃষ্ট উদ্ভট পরিস্থিতির কোন অবকাশ নেই। রাজনীতিপূর্ণ দেশেও ছাত্র রাজনীতি, নৈতিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি নকল নীতির সহায়ক। তবুও এ রাজনীতির উপর নৈতিক সীমাবদ্ধতা বাঞ্ছনীয়।

কাম্য ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনীতিবিদদের জন্ম। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা দেশের এমন একটা সমস্যা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করেন না। কোথাও তাদের বক্তব্য শুধু সংগঠনগত ও স্বসুবিধার। অধিকাংশ রাজনীতিবিদের লক্ষ্য ক্ষমতাসীন হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে বলির পাঠায় রূপান্তরিত হওয়া। আমাদের জাতীয় সংসদ বছরে ২/৩ বার বসে। সেখানে দেশের কিছু রাজনীতিবিদ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ মোট গণপ্রতিনিধির সমাবেশ ঘটে। যেখানে অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর চলাকালীন সময়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে একটি প্রশ্ন করা হয় না যে, দেশের বর্তমান বিভিন্ন পরীক্ষার নকল প্রবণতা দমনে আপনার কোন পদক্ষেপ বা বক্তব্য আছে কি-না। অর্থাৎ বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও গণপ্রতিনিধিদের কাছে এ সমস্যা কোন আলোচ্য বিষয় নয়।

আমি আগেও বলেছি যে, শিক্ষকের কিছু অংশ এ নকল চালু থাকার বিপক্ষে কঠোর নয়। ছাত্রদের নকল চালু থাকার সময় শিক্ষকগণকে পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীর সম্মুখে একান্ত হওয়া যেমন অযোগ্যতা দেখানো তেমনি ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় দেয়া। একটা শিক্ষকের মূলধন হওয়া উচিত যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব, টাকা-পয়সা নয়।

ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণের ভূমিকা নকল চালু থাকার পেছনে উল্লেখ্য। অভিভাবকরা এ নকল নীতির বিপক্ষে কাজ করে না। পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে পরীক্ষার্থীরা তাদের ২ থেকে ৩/৪ জন শুভাকাংখীসহ পরীক্ষা দিতে আসে। এবং তারা ১৪৪ ধারার সীমানার বাইরে অবস্থান নেয়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথেই তারা তাদের স্বজনদিগকে নকল সরবরাহে তৎপর হয়ে উঠে। অভিভাবকদের উচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য দিন তাদের ছেলে-মেয়েকে যেমন একা পাঠান, তেমনি পরীক্ষার দিনও ঠিক একা আসতে দেয়া— তাদের সাথে পরিকল্পিতভাবে কারও না আসা। পরীক্ষা চলাকালীন অতিরিক্ত কিছু সেবা-যত্নের জন্য কেন্দ্র বর্ধিত হারে নতুন দপ্তরী নিয়োগের ব্যবস্থাই যথেষ্ট। কেন্দ্রের বাইরে অহেতুক লোকের সমাগম ঘটিয়ে পরিবেশ উত্তেজিত করার জন্য সাধারণতঃ অভিভাবকরাই দায়ী। ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার উপর শিক্ষকের তাগাদা থাকলেও অভিভাবকের খোঁজ খবর নিতে হবে।

পরিশেষে পরীক্ষা চলাকালীন সরকারের প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতাব বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের ভেতরে ও-বাইরে এমন কিছু অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে নির্ধারিত প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু মোকাবেলা না করে কোথাও কোথাও এ নকল বিতরণে সহযোগিতা করা ও নীরব থাকা অপরাধ। তাই যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় নকল প্রবণতা রোধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ আশু প্রয়োজন।

মোঃ ওসমান আলী, পিকে
প্রভাষক
রামপাল মহাবিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ।